بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمده و نصلّی علی رسوله الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

যুক্তরাজ্য জলসা সালানা ২০২৬ উপলক্ষে
ঐশী অনুগ্রহরাজি এবং অ-আহমদী অতিথিদের অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৩১শে জুলাই, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় গত রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের তিন দিনব্যাপী বার্ষিক জলসা অত্যন্ত সফলতার সাথে খোদার অপার অনুগ্রহরাজি প্রদর্শন করে সমাপ্ত হয়েছে। জলসার প্রস্তুতির জন্য মাসের পর মাস লেগে যায়, এমনকি একটি জলসার পরপরই পরবর্তী জলসার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। এর পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম জলসার কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই শুরু হয় আর জলসার দিনগুলোতে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ ও যুবক নিজেদের সমস্ত মেধা ও শ্রম দিয়ে এবং নিষ্ঠার সাথে সার্বক্ষণিক সেবা দিতে থাকেন।

অতএব এই হিসেবে সকল কর্মী যারা জলসার যে কোনো বিভাগে কাজ করেছেন তারা ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকে এই সেবার সর্বোত্তম প্রতিদান দিন। একইভাবে এমটিএ'র কর্মীবৃন্দ আছেন, যাদের অধিকাংশই স্বেচ্ছাসেবক। এছাড়া প্রেস এণ্ড মিডিয়া বিভাগ রয়েছে। পাশাপাশি খুদ্দামুল আহমদীয়া কানাডার খাদেমগণ প্রতি বছরের ন্যায় বিপুল সংখ্যায় এখানে এসেছেন এবং জলসা শেষে গুটানোর কাজে সাহায্য করেছেন। এখন অস্ট্রেলিয়ার খোদ্দামরাও আসতে শুরু করেছেন, তারা সবাই নিরলসভাবে কাজ করছেন।

আমি নিজেও সকল পুরুষ ও নারী কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, তবে একই সাথে তাদের নিজেদেরও খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কারণ তিনি সকল কর্মীকে তৌফিক দিয়েছেন যেন তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- এর অতিথিদের সেবা করতে পারেন। মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণে আপনাদের খোদার সামনে আরও বেশি বেশি বিনয়ী হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদেরকে এর তৌফিক দিন।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, কর্মীদের দৃঢ়সংকল্প ও উদ্দীপনামূলক স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে ইসলাম এবং

আহমদীয়াতের প্রচারও হয়ে থাকে। অনেক মানুষ, বিশেষতঃ অ-আহমদী অতিথিগণ নিজেদের অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণ মন্তব্যের আকারে লিখেছেন বা লিখে পাঠান। তাদের মধ্য থেকে কতিপয় অভিব্যক্তি আমি এখন উপস্থাপন করব।

গাম্বিয়ার যোগাযোগমন্ত্রী লিখেছেন, জলসা সালানায় যোগদান করে আমি এক গভীর বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি। এটি একটি মহান আন্তর্জাতিক সমাবেশ যা নিঃস্বার্থ সেবা এবং নীরব, অবিচল আত্মত্যাগের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

নাইজেরিয়ার এক রাজা আছেন যার অধীনে প্রায় অর্ধেক রাজ্য রয়েছে, তিনি বলেন, আমি যখন জলসা সালানা যুক্তরাজ্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম, তখন আমার ধারণাই ছিল না যে, আমি এক বিশাল সুশৃঙ্খল ও আধ্যাত্মিক সমাবেশের অংশ হতে যাচ্ছি যা আমার জীবনে এত গভীর প্রভাব ফেলবে। এখানে পৌঁছে আমি কেবল অসাধারণ শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব ও জনসেবার ব্যবহারিক দৃষ্টান্তই দেখিনি, বরং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতীয়তার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে দেখেছি।

তাঁর স্ত্রী বলেছেন, মহিলাদের জন্য করা দৃষ্টান্তমূলক আয়োজন, তাদের সম্মান, স্বাধীনতা ও পরিবেশ দেখে আমি সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছি। হাজার হাজার মহিলাকে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে সুশৃঙ্খল উপায়ে জলসায় অংশগ্রহণ করতে দেখে ইসলাম সম্পর্কে আমার অনেক ধারণাই বদলে গেছে।

সেনেগাল থেকে সাবেক গভর্নর সেন্ট লুইস অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি সকল বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনেছি, অনুবাদের ব্যবস্থা অত্যন্ত চমৎকার ছিল যার বদৌলতে আমরা সকল ভাষণ ও বার্তা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি। জলসা চলাকালে যে বার্তাটি সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো ভালোবাসা, শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা।

লুক্সেমবার্গ থেকে একজন ব্যরিস্টার রাদুদূতা সাহেব এসেছিলেন। তিনি বলেন, জলসার তিন দিন আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি দিনে পরিণত হয়েছে। আমি আমার জীবনে প্রথমবার এত বড়ো সুশৃঙ্খল ইসলামী সমাবেশ দেখেছি। আন্তর্জাতিক বয়আতের আধ্যাত্মিক দৃশ্য আমার জন্য অবিস্মরণীয় ছিল। জামা'তের ইমামের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। যদিও সাক্ষাতের পূর্বে আমার ভয় ছিল, তবে তাঁর সাথে দেখা হতেই সমস্ত ভীতি দূর হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে একজন নবদীক্ষিত আহমদী এলাইজা গ্যাব্রিয়েল সাহেব বলেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি খ্রিস্টধর্মের অনুসারী ছিলাম। আমাদের শেখানো হতো যে ঈমানের সম্পর্ক সঙ্গীতের সাথে, কিন্তু আমি কখনোই সেই নিয়মে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও খোদার সান্নিধ্য অনুভব করতে পারিনি। মুসলমান হওয়ার পর যদিওবা আমি নামায ইত্যাদি পড়তাম, কিন্তু হৃদয় বিগলিত হওয়ার বিষয়টি অনুভব করতাম না; তবে জলসায় অংশগ্রহণ করার পর আমার মাঝে এমন এক আধ্যাত্মিক অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, আমার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আমি অনবরত দোয়া করতে থাকি। আল্লাহ্‌তা'লা এবং খিলাফতের সাথে আমার এক আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

চেক প্রজাতন্ত্র থেকে অধ্যাপক ইয়ারোস্লাভ ফ্রাঙ্ক এবং অধ্যাপক মারিক চাইকা সাহেব এসেছিলেন। তারা বলেন, দেশে ফিরে গিয়ে আমরা আমাদের সহকর্মী ও ছাত্রদের বলব, তারা যেন নিজেরা গিয়ে এই মহান সমাবেশ প্রত্যক্ষ করেন। খলীফাতুল মসীহ্‌র ভাষণের পর আমরা ইসলাম ও তাকওয়ার প্রকৃত পরিচয় লাভ করেছি।

কাজাখস্তান থেকে একজন ভদ্রমহিলা জলসায় অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, জামা'তের ইমাম এবং অন্যান্য বক্তাদের ভাষণে ঈমান, উন্নত নৈতিকতা, পারস্পরিক সম্প্রীতি, যুবকদের সমস্যাবলী এবং সমাজের

তরবীয়তের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

আমেরিকা থেকে আইনশাস্ত্রের একজন অধ্যাপক বলেছেন, আমি বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন কনভেনশন ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি, তবে জলসা সালানা ইউকে'র অভিজ্ঞতা সেসব অনুষ্ঠান থেকে অনন্য ছিল। শতাধিক দেশ থেকে আগত লোক, বিভিন্ন ধর্ম, জাতীয়তা ও বিভিন্নশ্রেণী ও পেশার মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। বিভিন্ন প্রদর্শনী আমাকে খুব প্রভাবিত করেছে। উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী ও অন্যান্য বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সেবা প্রদান করছিলেন, এ বিষয়টি আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

ব্রাজিল থেকে আগত এক টেলিভিশন রিপোর্টার বলেন, আমি এই অনুষ্ঠানের বিশালতা ও পরিসর দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি; বিশেষ করে লঙ্গারখানার আয়তন এবং সেসব স্থান যেখানে খাবার তৈরি করা হয় তা অত্যন্ত বিস্তৃত, আধুনিক, সুশৃঙ্খল এবং অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

ফিলিপাইন থেকে একজন প্রফেসর সস্ত্রীক আগমন করেছেন, তিনিও একজন প্রফেসর। তিনি বলেন, স্বেচ্ছাসেবকদের পরিশ্রম দেখে অবাক লেগেছে যে, কীভাবে তারা নিজেদের পরিশ্রমে এই অস্থায়ী শহর গড়ে তুলেছেন।

এল সালভাদোর থেকে এক অতিথি যিনি সেন্ট্রাল আমেরিকান পার্লামেন্টে এল সালভাদোরের প্রতিনিধি– তিনি বলেন, খলীফাতুল মসীহ্‌র সাথে সাক্ষাতের পর আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, খলীফাতুল মসীহ্ তাঁর জামা'ত সম্পর্কে অনেক তথ্য রাখেন।

বেলিজ থেকে এক নবদীক্ষিত আহমদী মহিলা বলেন, আমাদের সম্পৃক্ততা একটি অত্যন্ত ছোটো দেশের সাথে। আমি যে শহরে থাকি তার জনসংখ্যা মাত্র পঞ্চাশ হাজার। একশ লোকও যদি কোথাও সমবেত হয় তাহলে সেখানে বিবাদ শুরু হয়ে যায়, অথচ জলসার ব্যবস্থাপনায় অসাধারণ শান্তি ছিল।

বুলগেরিয়া থেকে আগত এক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব বলেছেন, জলসায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলো ছিল অত্যন্ত তথ্যবহুল, জ্ঞানগর্ভ এবং উন্নত মানের। বক্তাগণ ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা উপস্থিত শ্রোতাদের জ্ঞান ও উপলব্ধি বৃদ্ধি করেছে।

সেনেগাল থেকে আগত এক ব্যক্তি যিনি তাঁর এলাকার ধর্মীয় নেতা, তিনি বলেন, জামা'তের ইমামের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, এর মাধ্যমে আমার আহমদীয়া জামা'তকে বোঝার অনেক সুযোগ হয়েছে। সত্য কথা হলো, আমি আপনাকে অন্তরের গভীর থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সেনেগাল থেকে একজন পার্লামেন্ট সদস্য জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, বুলিসর্বস্ব ইসলামের উর্ধ্বে উঠে আমি এখানে প্রকৃত সেবামূলক ইসলাম দেখেছি। এমন হাত দেখেছি যা দানশীল, এমন হৃদয় দেখেছি যা ক্ষমাশীল, এমন দরজা দেখেছি যা অন্যদের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকে।

কসোভো থেকে একজন শ্রদ্ধেয় গবেষক, শিক্ষাবিদ প্রফেসর বলেন, জামা'তের ইমামের ভাষণ শোনার সুযোগ হয়েছে, তাঁর সাথে সাক্ষাতও হয়েছে। যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে তা হলো শান্তি, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি, ভারসাম্যতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সমাজের প্রতিটি সদস্যকে সাথে নিয়ে চলার ওপর নিরবচ্ছিন্ন ও অসাধারণ তাগিদ।

স্পেন থেকে পেদ্রো আবাদের মেয়র আগমন করেছিলেন। একইভাবে হুযূর আনোয়ার (আই.) আরও কিছু সম্মানিত ও বিশিষ্ট অতিথির অভিব্যক্তি ও প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন করেন যারা জলসার অসাধারণ ব্যবস্থাপনা ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

গ্রীস থেকে আগত একজন নারী অতিথি জলসার সমস্ত বিষয়ের প্রশংসা করার পাশাপাশি একটি বিষয়ের উল্লেখ করেন যা তার পছন্দ হয়নি আর তা হলো, কিছু মহিলা ইসলামী ড্রেস কোড (বা পর্দা) ভালোভাবে মেনে চলছিলেন না এবং কিছু পুরুষও দৃষ্টি অবনত রাখার ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখাচ্ছিলেন।

হুযূর (আই.) বলেন, অথচ আমি এ বিষয়ে বিশেষ করে তাগিদ দিয়েছিলাম। নেতিবাচক মন্তব্যও আমাদের নিজেদের সংশোধনের জন্য শোনা উচিত। অতএব যারা অসাবধানতা অবলম্বন করেছেন তাদের মনে রাখা উচিত যে, অ-আহমদী বা বাইরের লোকেরা আমাদের ওপর গভীর দৃষ্টি রাখেন তাই তাদেরকে এমন কোনো সুযোগ করে দেওয়া উচিত নয় যার ফলে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ওপর দাগ পড়ে। জলসার ভাষণের সময় আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতিও পাঠ করেছিলাম যে, অন্য কোনো পক্ষকে এমন সুযোগ দিও না যেন তারা আমাদের দিকে আঙ্গুল তুলতে পারে।

হুযূর আনোয়ার প্রেস ও মিডিয়ায় জলসার উত্তম কভারেজ হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। বার্ষিক জলসাকে প্রিন্ট মিডিয়া, রেডিও, টিভি এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে, আর বিভিন্ন সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলও জলসার কভারেজ করেছে।

খুতবার শেষদিকে হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা স্থায়ীভাবে জামা'তের সদস্যদের ওপর জলসার সু-প্রভাব প্রতিষ্ঠা করুন, অনুরূপভাবে সাধারণ মানুষকেও সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং তাদেরকে প্রকৃত ইসলাম ও আহমদীয়াতের দিকে আকৃষ্ট করুন, আমীন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহ্-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

31 July 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in